পথ চলে যায় প্রিয় ঠিকানায়

বাসুদেব দেব

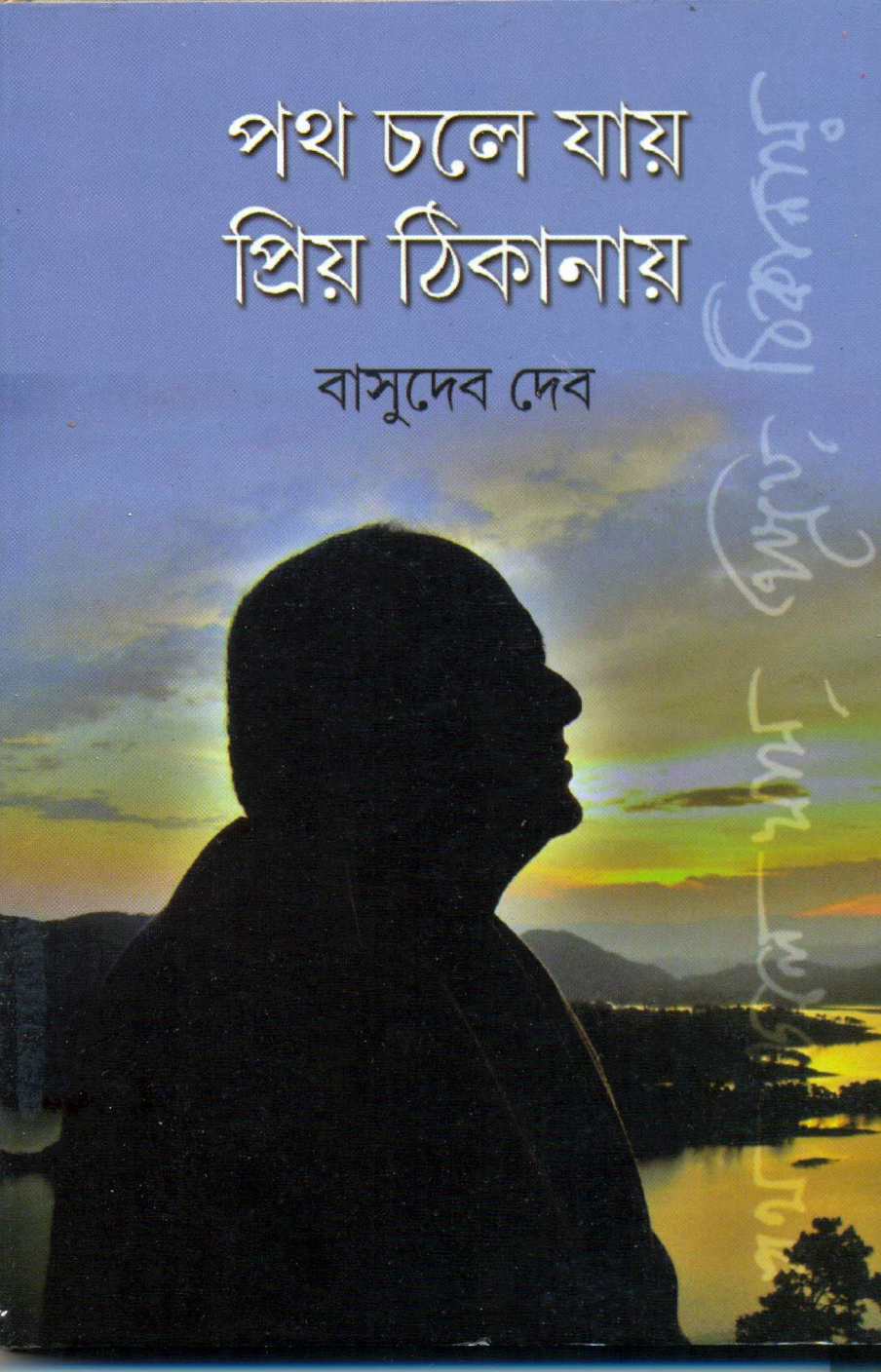

পথ চলে যায় প্রিয় ঠিকানায়

বাসুদেব দেব

সম্পাদনা
ঋষি ঘোষ

সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে

PATH CHALLE JAI PRIYO THIKANAI
(Place of Love, a path ends at you)
a collection of proces from Basudeb Deb
Edited by Rishi Ghosh
Published by Sunil Bhattacharya of VIDYA

গ্রন্থস্বত্ব : মীরা দেব

প্রথম প্রকাশ : ২১ ডিসেম্বর 2013

প্রকাশক
সুনীল ভট্টাচার্য।। বিদ্যা
১১ রাজা রামমোহন রায় রোড, নবপল্লি, বারাসাত, কলকাতা ৭০০ ১২৬
চলভাষ : ৯২৩৯৮ ৭৯৯৩৪

বর্ণবিন্যাস
এন. আই. সি গ্রাফিক্স, ৭৯/১০, কে. বি. বসু রোড, বারাসাত, কলকাতা - ১২৪

মুদ্রণ
ডি.ডি. অ্যান্ড কোম্পানি, ৬৫ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা - ৯

পরিবেশক :
বাসুদেব দেব সংসদ, আশাবরী ৩বি, ৬৬, এস.কে. দেব রোড, কলকাতা - ৪৮
দূরভাষ : +৯১ ৯৪৩৩২৮১২৯৮

●

জে এন ঘোষ অ্যান্ড সন্স, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩
দূরভাষ : ০৩৩ ২২৪১ ৭৫১৯

●

দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
দূরভাষ : ০৩৩ ২২৪১ ২৩৩০

●

প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
চলভাষ : +৯১ ৯৮৩০৮৪৯৩৪৮

ISBN : 978-93-83093-08-3

₹ : 120.00

আটের
দশকের
লেখা

সর্দি, আলস্য আর ছুটি আজ। আজ বাংলা বন্‌ধ। দোকানপাট, গাড়িঘোড়া বন্ধ, বামফ্রন্টের ডাকে। কাল অফিস থেকে ফেরার সময় মিনিবাসে গরমে আধসেদ্ধ হয়ে ঠেসাঠেসি ভিড়ের মানুষজন এই বন্‌ধ নিয়ে কৌতুক করছিল। একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার কত দ্রুত ভোঁতা হয়ে গেল। সাধারণ মানুষ একটা ছুটি বাড়তি পায়। আগের দিন বাজার করে রাখে চড়া দামে। গরিব গুর্বোদের মুশকিল। পুজোর আগে পথের দোকানি, দিনমজুর, রিক্সাওলা এইসব মানুষদের একদিনের রোজগারও বন্‌ধ। এক নিরাসক্ত উদাসীনতা ছাড়া সাধারণ মধ্যবিত্তরা আর কিছুই দেয় না। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ঝামেলার ভয়ে, পাড়ার ছেলেদের ভয়ে রাস্তায় বেরোন না। বাড়িতে বসে আলস্য করেন। আমি আজকাল এই আধা গাঁইয়া আধা শহুরে স্বার্থ-সর্বস্ব মানুষদের দলে নাম লিখিয়েছি, আর্ধেক নাম, পুরোপুরি বলতে ইচ্ছে করছে না। শুয়ে বসে এবং ভারত-পাকিস্তানের সাদামাটা নিরুত্তাপ ক্রিকেট খেলা টিভিতে দেখে দিনটা গেল।

এবার পুজোয় 'ঘরোয়া'তে একটা গল্প লিখেছি, আমার ঈশ্বর চিন্তা নিয়ে। একজন মধ্যবয়স্ক প্রবাসী বৃষ্টির মধ্যে একটা পোড়ো বাড়িতে ঢুকে পড়েছে আশ্রয়ের জন্য। কিছুক্ষণ থেকেই চলে যাবে। গৃহস্বামীর সঙ্গে দেখা হয় না। অথচ প্রতিটি ঘরে সাজানো আছে তার প্রয়োজনের সামগ্রী, আর আছে একটি করে লণ্ঠন। প্রতি ঘরে সে খুঁজেছে গৃহস্বামীকে, সে কি পুরুষ না মহিলা, কি রকম তার স্বভাব? কিছুই শেষ পর্যন্ত জানা হয় না, অনুমান করে নিতে হয়, গোয়েন্দার মত, চারদিকের জিনিসপত্র দেখে। শেষে সে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে, আর বিদ্যুতের আলোতে দেখতে পায় ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আর একজনকে, অবিকল তার মত দেখতে। বারবার প্রশ্ন ওঠে : কেউ কি আছে? কেউ কি আছে? 'কেউ কি আছেন?'* এই বয়সে আমার খুব ভিতর থেকে এই প্রশ্ন বেজে উঠছে নানান কাজে, নানান সমস্যার মধ্যে। সংশয়, হতাশা, অবসাদ ঘিরে ধরছে কখনো।

কখনো ঐ প্রশ্নের প্রতিধ্বনি বেজে ওঠে কানের খুব কাছে। যেন হাওয়ায়, দরজার শব্দে, পাতার আওয়াজে, ঘড়ির কাঁটায়, কারুর চোখের তারায় : 'আছে, আছে, আছে'। যেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রতিধ্বনি' গল্পের মত, কিন্তু সে রকম ভৌতিক নয়।

নানান রঙের উলে যে জড়িয়ে আছি। ছিঁড়তে পারি না। আবার মোহ-ও নয়। মোহ কখনো না কখনো ভাঙে। ইন্দ্রিয়ের সিঁড়ি ভেঙে, ইন্দ্রিয়াতীত কোন কিছুকে উপলব্ধি করার চেষ্টা। উদাসীন, নিষ্ঠুর প্রকৃতি কখনো মনে হয়। এখানে আমার কোন জায়গা নেই সাধ্যসাধনা করে ভিখিরির মত তাকে খুশি করে তার করুণা ভিক্ষে করে দিনযাপন। অসন্তোষ ক্রমশ হয় রাগ। ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে সঙ্গাৎ সঞ্জয়তে কামঃ কামাৎ ক্রোদোভিজায়তে... কিন্তু হেরে যেতে হয়। হঠাৎ নামে বৃষ্টি। অহৈতুকী করুণা। মনে হয় এই অনিশ্চয়তার রহস্য জীবনকে একঘেয়ে করতে দেয় না। চিরসুখের অভিশাপ কে যায়? কিন্তু সে আছে এইটুকু জানতে চাই, স্পষ্ট করে, যেন ব্যাঙ্কে আমার গচ্ছিত টাকা, যেন ছুটির দিনে সমুদ্রের পারে দীঘা, আছে, আমার জন্যই আছে। রোজ আমি খুচরোর মত খরচ করবো না, রোজ আমার প্রশ্বাসের কার্বন তার গাছের পাতা মলিন করবে না, কিন্তু কাঁটাতারে ঘেরা কেন বাগান ''যাহারা কবিতা লেখে তাহাদের দুঃখ বড় বেশি।'' [মদীয়]

---

* *সম্পাদকীয় সংযোজন : গল্পটি আছে ১৯৯৯ তে প্রকাশিত (বইমেলায়) গল্প সংকলন গ্রন্থ 'আমার খুব জ্বর'-এ।*

ঈশায় আচ্ছন্ন সব, ঘাসের ভিতর অই লাল পোকাটিও
পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণই থাকে তো ভাগশেষ
কোথাও হয়নি কোনো ক্ষতি
তবু ক্ষতিপূরণের দাবি সন্ত্রাসের বলি
জনগণ করবে জেনেও
ঈশা শালবন থেকে চাঁদ হয়ে ভাসেন আকাশে

বানান্ ভুলের ভয়ে খুঁতখুঁতে, চামচবিহীন
আমাশয় সর্দি আর ঈর্ষাকাতর
রোজই তো বয়স বাড়ে তার
তুচ্ছতায় ছন্ন সব, উটকো লোকটাও
নশ্বরতার মজা চেটেপুটে খায়, মজে যায়
ঘুড়ি কাটে ঘড়ি বন্ধ হয়
শব্দ মানে বড়শি মানে দেহ মানে কাম খিদে ভয়

ঈশায় আচ্ছন্ন তবু আরো কিছু কথা বাকি রয়

নতুন দপ্তরে, দুগ্ধ সরবরাহ দপ্তরে বদলির আদেশ এল গতকাল। দেখা যাক। তাঁর ইচ্ছে ছাড়া গাছের একটি পাতাও কাঁপে না।...

তিনটে বাটি, অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ, সাজানো আছে। একটা খালি, কলতলায়। আর একটা টেবিলের ওপর। আর একটা ফ্রিজের মধ্যে। এবং সে ফ্রিজের চাবিটি কার হাতে? আমার গিন্নির হাতে অন্তত নয়।

নিজেকে তৈরি রাখা, মেজে ঘষে তৈরি রাখা দরকার নাকি? আর যদি সবই তাঁর ইচ্ছায়, তা হলে যন্ত্রের এত উদ্বেগ ও মনন কেন? ভ্রাময়ণ্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া— সমর্পণ ও প্রশান্তি— মনস্তাত্বিক সেই স্তরে ভারতীয় দর্শন পৌঁছে দিতে পারে হয়ত, তার জন্য চাই মানসিক অনুশীলন ও অভ্যাস। বড় কিছুর সঙ্গে যোগ। অনন্ত বুঝি না। ঘর আর বাহির বুঝতে পারি। কিন্তু ঘরই বা কে? অস্থিরতা জীবিতের ধর্ম। অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ থেকে রক্তচাপ বাড়ে। একজন সাধক ও একজন কবি কি স্থিতধী, প্রশান্ত ও মগ্নই হবেন? অতৃপ্ত অস্থির যন্ত্রণা বিদ্ধ নন? এই প্রশ্নের উত্তর আমার জীবন দিয়েই পেতে হবে। প্রতিদিনের ঘর সংসার, তুচ্ছতার মধ্যে দিনযাপন, এর মধ্যে থেকেই তাকে জানতে হবে। জানতেই যে হবে তারই বা কি মানে আছে? যতটুকু জানা যায়। পাঁচটি ছোট ছোট জানালা দিয়ে যতটুকু দেখি, ততটুকুই আমার জগৎ। এর বাইরে কি কিছু নেই? আর দরজা জানালা খুলে, সব দেয়াল ভেঙে দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে মিশে গেলে তাকে যেটুকু জানা যায়, লবণের পুতুলের অক্ষমতা, মরণশীলতার অভিশাপ!

কবিতা লিখতে বসলেই সে অক্ষমতার ছোঁয়া লাগে। কেবল গলদঘর্ম শ্রম, অনুবাদ, পরিচিত কয়েকটি শব্দ দিয়ে সেই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে বোধগম্য

অনুবাদ করা। আর যে অহঙ্কার ও নির্দেশনা লাগে পাঠককে চালিত করতে, সেই ব্যক্তিত্ব শিল্পীকে সাধারণ থেকে আলাদা করে। তা অর্জন করতে হয়। কবি কখনো বা এক নির্জন নিমগ্ন সাধক। এই বহুধা বিভক্ত ব্যক্তি সত্তার যন্ত্রণা ও বৈপরীত্য একজন কবির নিষ্ঠুর পারিশ্রমিক।

শিল্প যখন একশো মিটার দৌড় নয়, যে এক্ষুনি প্রাণপণে দৌড়ে, বুড়ি ছুঁয়ে, যা হোক একটা পরিতোষিক, নিদেন পক্ষে সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে একটি রঙিন ল্যাবেঞ্চুস নিয়ে দশমিনিট পরে বাড়ি ফেরা, তখন হতাশাকে বেশি আদর দিয়ে লাভ নেই। নিরবধিকাল, বিপুলা পৃথ্বীর দোহাই দেবার স্পর্ধা নেই সংস্কৃত ও বিনয়ী কবির মতো, কিন্তু ওষধির কাল পেরিয়েও তো বেঁচে থাকতে যায় কোন লতাগুল্ম! নিজেকে তৈরি রাখা, মেজেঘষে তৈরি রাখা চাই। একজন শিল্পীর পক্ষে, আমার মতো একজন মাঝারি মাপের মরণশীল কবির পক্ষে এই কথাটি বেশ সত্য। নিজেকে নিজের পিঠ চাপড়ে বলি : সাবাস জ্ঞানবাবু!

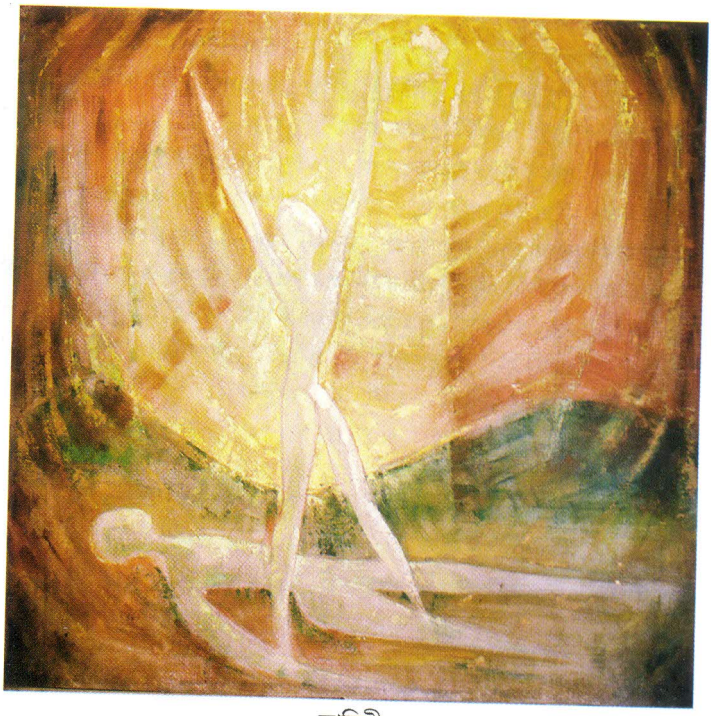

সাবিত্রী